চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের ডেঙ্গু জ্বর ও মশা নিধনে অভিযান

বাড়ির আঙ্গিনা ও আশপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখুন ডেঙ্গু জ্বর হতে মুক্ত থাকুন এই শ্লোগানকে সামনে রেখে চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে মশা নিধন ও ডেঙ্গুজ্বর রোগ প্রতিরোধে পরিষ্কার অভিযান চালানো হয়েছে।

শুক্রবার বেলা সাড়ে এগার টার সময় চুয়াডাঙ্গা সদর থানা প্রাঙ্গণে জমে থাকা ময়লা আবর্জনা জঙ্গল কেটে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন অভিযান পরিচালনা করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের অভিভাবক পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলামের নির্দেশ ও সরাসরি অংশগ্রহণে অত্র জেলার প্রত্যেকটি পুলিশ ইউনিটে একযোগে মশা নিধন ও ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধ পরিস্কার পরিছন্নতা কার্যক্রম অনুষ্ঠিত হয়।পুলিশ সুপারের কার্যালয়, বাসভবন ও চুয়াডাঙ্গা থানা কম্পাউন্ড এলাকা পরিস্কার পরিছন্নতার তদারকি ও অংশগ্রহণ করেন।

এসময় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার মোঃ জাহিদুল ইসলাম বলেন এডিস মশার জন্ম হয় জমে থাকা পানিতে। সপ্তাহে অন্তত এক দিন বাড়ি এবং বাড়ির চারদিক দেখতে হবে। কোথাও কোনো পাত্রে পানি জমে আছে কি না, যদি থাকে, তাহলে তা ফেলে দিতে হবে বা পরিষ্কার করতে হবে। যদি পাত্রটি এমন হয় যে পানি ফেলে দেওয়া যাচ্ছে না, তাহলে সেখানে ব্লিচিং পাউডার বা লবণ দিতে হবে। বাড়ির পাশে কোনো নির্মাণাধীন ভবন থাকলে, সেটির মালিককে সামাজিকভাবে চাপ প্রয়োগ করতে হবে যেন বাড়িতে মশা জন্মানোর স্থান তৈরি না করেন। পরিশেষে, পুলিশ সুপার মহোদয় চুয়াডাঙ্গাসহ সারাদেশ বাসিকে মশা নিধন ও ডেঙ্গু জ্বর প্রতিরোধে নিজ উদ্যোগে আবাসিক এলাকাসমূহ পরিস্কার পরিছন্নতার আহব্বান জানান।

উক্ত মশা নিধন অভিযানে আরো উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (প্রশাসন) মোঃ আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর) কনক কুমার দাস, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) জাহাঙ্গীর আলম, সহকারি পুলিশ সুপার (শিক্ষানবীশ) মোঃ সাজিদ হোসেন, চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল

আলম খানসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের কর্মকর্তাবৃন্দ।

চুয়াডাঙ্গায় ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান জরিমানা আদায়

চুয়াডাঙ্গা সদরের বিভিন্ন স্থানে সরকার ঘোষিত লকডাউন কার্যকর ও বাস্তবায়ন করতে চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান চুয়াডাঙ্গায় বিভিন্ন স্থানে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান পরিচালনা করেছেন।

শুক্রবার সাড়ে এগারোটার সময় সরোজগঞ্জ বাজার সুবদিয়া,ডিঙ্গেদহ এলাকায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করে স্বাস্থ্যবিধি না মানার অপরাধে দন্ডবিধি ১৮৬০ এর ১৮৮ ধারায় ৭টি মামলায় ৯ জনকে সর্বমোট ১০৫০/- অর্থদন্ড প্রদান করেন ।

এসময় চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহি অফিসার মোঃ সাদিকুর রহমান মাস্ক বিতরণ সহ গরীব চা দোকানীদের খাদ্য সহায়তা প্রদান করেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহযোগীতা করেন মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট ও সদর থানা পুলিশ। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে বলে জানিয়েছেন চুুুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান।

চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট জনাব মুহাম্মদ সাদিকুর রহমান আজ সহযোগিতায় মোঃ সোবহান আলী, পেশকার, মোবাইল কোর্ট ও সরোজগঞ্জ ফাঁড়ি পুলিশের চৌকস দল। জনস্বার্থে এ অভিযান চলতে থাকবে।

[illegible]

[illegible]

আলমডাঙ্গায় লকডাউন অমান্য করায় ৬জনকে জরিমানা

আলমডাঙ্গায় ‘সর্বাত্মক’ লকডাউন অমান্য করে চলাচল করায় ছয় জনকে ৩ হাজার ৬ শ টাকা জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত।

বুধবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলা নির্বাহী অফিসার রনি আলম নূর ও সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে এ জরিমানা করেন।

আদালত সূত্রে জানাগেছে, গতকাল (২৮ শে এপ্রিল) বুধবার দেশজুড়ে সর্বাত্মক লকডাউনের ৬ষ্ট দিন। দিন শুরুর দিকে আলমডাঙ্গা শহরে বাড়তে থাকে জনসমাগম।

আলমডাঙ্গা উপজেলা নির্বাহি অফিসার রনি আলম নূর ও সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করে।

আদালতে সার্বিক সহযোগিতা করেন বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ও আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ। এ সময় লকডাউনে স্বাস্থ্য বিধি অমান্য করে চলাচল করায় ৬ জনকে ৩ হাজার ৬ শ টাকা জরিমানা করেন।

দামুড়হুদায় লকডাউনের বাস্তবায়নের প্রশাসন কঠোর ভূমিকায়

দামুড়হুদায় চলমান লকডাউন বাস্তবায়নের ৬ষ্ঠ দিনেও চেঁখে পড়ার ছিলো উপজেলা প্রশাসনের ভূমিকা।

বুধবার বিজিবি’র সমন্বয়ে দামুড়হুদা উপজেলার জয়রামপুর, লোকনাথপুর, রঘুনাথপুর, সুবলপুর দর্শনা, জিরাট,পারকৃষ্টপুর –

মদনায় লকডাউন বাস্তবায়ন তদারকি ও মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করেন দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ। এসময় অর্থদন্ড,আটকাদেশ, দোকান সিলগালা,বালুবহনের ট্রাক্টরসহ মালিকানাবিহীন মোটরসাইকেল জব্দ করার আদেশ দেন মোবাইল কোর্টের বিচারক।

মোবাইল কোর্ট সুত্রে জানা যায়, দিবব্যাপী মোবাইল কোর্ট পরিচালনা কালে দেখা যায়, লকডাউনে বাস্তবায়নে সরকারি বিধিনিষেধ অমান্য করে মাস্ক না পরা, দোকান খুলে রাখা, চায়ের দোকানে আড্ডা দেওয়া, বিনা প্রয়োজনে বাহিরে ঘুরে বেড়ানো সহ বিভিন্ন অপরাধে অর্থদন্ড প্রদান করা হয় হয়েছে।

এসময় উপজেলার জয়রামপুর ও রঘুনাথপুরে ইলেকট্রনিকস দোকান খোলা রাখায় ২টি দোকান সিলগালা করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। কাজবিহীন বের হওয়ায় ৫টি মোটরসাইকেল জব্দ করা হয়। পরবর্তীতে জব্দ করা মোটরসাইকেল গুলোকে তাদের পিতামাতার হেফাজতে দেওয়া হয় । এসময় ৪ জনকে ২ ঘন্টার আটকাদেশ দেওয়া হয়। এছাড়াও দর্শনা জিরাটে একটি বালুটানা ট্রাক্টর জব্দ করে অর্থদন্ড প্রদান করা হয়েছে।

মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় এসকল বিভিন্ন অপরাধে দন্ডবিধি, ১৮৬০ এর ২৬৯,সড়ক পরিবহন আইন, ২০১৮ এর ৬৬ ধারায় ১০ টি মামলায় ১৯ জনকে ১২হাজার ৫’শ টাকা অর্থ দন্ড আদায় করেন মোবাইল কোর্টের বিচারক দামুড়হুদা সহকারী কমিশনার (ভূমি) ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সুদীপ্ত কুমার সিংহ

জীবননগরে করোনা ভাইরাস সংক্রমণ প্রতিরোধ সংক্রান্ত সভায় এমপি টগর

সারা দেশের ন্যায় জীবননগর উপজেলায় করোনা ভাইরাস (কোভিট-১৯)এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কতৃক ঘোষিত লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষে এ জরুরি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বুধবার সকাল ১১টার সময় জীবননগর উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে উপজেলা হলরুমে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।জীবননগর উপজেলা নির্বাহী অফিসার আরিফুল ইসলামের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে জীবননগর উপজেলায় করোনা ভাইরাস (কোভিট-১৯)এর সংক্রমণ বৃদ্ধি পাওয়ায় সরকার কতৃক ঘোষিত লকডাউন বাস্তবায়নের লক্ষে বিভিন্ন ধরনের দিক নির্দেশনামুলক আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা-২আসনের মাননীয় সংসদ সদস্য হাজী আলী আজগার টগর।

এ সময় তিনি বলেন,লকডাউন বাস্তবায়নে সরকারি ভাবে যে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে তা সকলকে মানতে হবে।এবং সাধারন মানুষকে মানাতে হবে এর জন্য যা যা করার দরকার সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হবে।আমাদের সকলকে একত্রিত হয়ে নিজ নিজ দায়িত্বে মানুষকে সচেতন করতে হবে।বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া কাউকে শহরে প্রবেশ করতে দেওয়া যাবে না,এক এলাকা থেকে অন্য এলাকাতে প্রবেশ করতে দেওয়া হবে না।

ভ্যান,ইজিবাইক,সিএনজি চলাচল বন্ধ করতে হবে।প্রয়োজনে তাদের সরকারি ভাবে সুযোগ সুবিধার ব্যবস্থা করা হবে।অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মহেশপুর -৫৮বিজিবির অধিনায়ক লে.কর্ণেল কামরুল আহসান,জীবননগর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী হাফিজুর রহমান,জীবননগর থানা আওয়ামীলীগের সভাপতি গোলাম মোর্তুজা,সাধারন সম্পাদক নজরুল ইসলাম,জীবননগর পৌর মেয়র রফিকুল ইসলাম,জীবননগর থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) সাইফুল ইসলাম,জীবননগর উপজেলা পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান আবু মোঃ আঃ লতিফ অমল,উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান আঃ সালাম ঈশা,মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান আয়েসা সুলতানা লাকী,মনোহরপুর ইউপি চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন খান,উথলী ইউপি চেয়ারম্যান আবুল কালাম আযাদ,হাসাদহ ইউপি চেয়ারম্যান রবিউল ইসলাম বিশ্বাস,জীবননগর প্রেস ক্লাবের সভাপতি এম আর বাবু,জীবননগর সাংবাদিক সমিতির সভাপতি জাহিদ বাবু প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় গাঁজাসহ আটক-১

চুয়াডাঙ্গা মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাদকবিরোধী অভিযানে গাঁজাসহ এক জনকে আটক করা হয়েছে।

মঙ্গলবার দুপুর দেড়টার সময় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সদস্যরা চুয়াডাঙ্গা শহরতলীর দৌলতদিয়াড়ে অভিযান চালিয়ে গাঁজাসহ মাদক ব্যাবসায়ী শ্রী প্রসাদ সরকারকে আটক করে। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে কারাদণ্ড ও জরিমানা করা হয়।

সাজাপ্রাপ্ত শ্রী প্রসাদ সরকার (৪৫) দৌলতদিয়াড় চৌধুরী পাড়ার শ্রী বাদল সরকারের ছেলে।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সুত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার বেলা এক টার দিকে গোপণ সংবাদের ভিত্তিতে চুয়াডাঙ্গা জেলা প্রশাসনের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. শরিয়তউল্লাহ, পরিদর্শক আব্দুল্লাহ আল মামুন, উপপরিদর্শক আবুল কালাম আজাদ সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে দৌলতদিয়াড়ে শ্রী প্রসাদ সরকারের বাড়িতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। প্রসাদ সরকারের শিকারোক্তিতে তার ঘরে তল্লাশি চালিয়ে ২০ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।

পরে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট হাবিবুর রহমান মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে ভ্রাম্যমাণ আদালতে প্রসাদ সরকারকে ৫ মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড ও ১শ’ টাকা জরিমানা করেন। সাজাপ্রাপ্তকে জেলহাজতে পাঠানো হয়েছে।মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর থেকে জানানো হয়েছে মাদকবিরোধী অভিযান চলমান থাকবে।

চুয়াডাঙ্গায় ৩টি আলমসাধু সহ আন্তঃজেলা চোর চক্রের ৩ সদস্য গ্রেফতার

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অভিযানে আন্তঃ জেলা চোর চক্রের ৩ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে। এ সময় বিভিন্ন স্থান থেকে চুরি হয়ে যাওয়া ৩ টি ইঞ্জিন চালিত আলমসাধু উদ্ধার করেছে চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশ।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানা পুলিশের অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খানের নেতৃত্বে ও এসআই হাসানুজ্জামান সহ সদর থানা পুলিশের একটি চৌকস দল নিয়ে মঙ্গলবার সকাল সাড়ে ছয়টার সময় চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর উপজেলা ও আলমডাঙ্গা উপজেলা থেকে তাদেরকে গ্রেফতার করা হয়। গ্রেফতারকৃতরা হলেন-আলমডাঙ্গা উপজেলার খোরদ গ্রামের আশরাফ আলীর ছেলে বাশি (৩৫) ও একই উপজেলার পারকৃঞ্চপুর গ্রামের শ্রী সুধির প্রমানিকের ছেলে শ্রী খোকন প্রামানিক (৩৫) এবং জীবননগর উপজেলার গোয়ালপাড়া গ্রামের আবুল কাশেমের ছেলে জসিমউদদীন (৩৫)।

চুয়াডাঙ্গা সদর থানার অফিসার ইনচার্জ আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান এর সূত্রে জানা যায় চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার জাহিদুল ইসলাম মহোদয়ের নির্দেশনায় ও সদর থানার এসআই হাসানুজ্জামান কে সাথে নিয়ে সদর থানা পুলিশের একদল চৌকস টিম নিয়ে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাদেরকে বিভিন্ন জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়। চুয়াডাঙ্গায় ইঞ্জিন চালিত আলমাসাধুসহ অটো ইজি বাইক বিভিন্ন স্থান থেকে চুরি যাওয়ার ঘটনা প্রায়ই ঘটছে এবং এই ঘটনার প্রেক্ষিতে খুন পর্যন্ত সংঘটিত হচ্ছে। এ সময় তিনি আরো বলে, চোর চক্রের সদস্যরা বিভিন্ন কৌশলে আলমসাধু চুরি করে বিভিন্ন জেলায় তাদের পরিচিত গ্যারেজ বা সদস্যের কাছে পৌঁছে দেয় এবং তারা বিভিন্ন লোকের নিকট আলমসাধু বিক্রি করে । এ চক্র চুয়াডাঙ্গা সহ বিভিন্ন জেলা থেকে আলমসাধু চুরি করে বিক্রির কথা স্বীকার করেছে। অবশিষ্ট চোরাই আলমসাধু উদ্ধার ও ইঞ্জিন চালিত আলমসাধু চোরচক্রের বাকী সদস্যদের গ্রেফতারের চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে বলে জানান চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের এই উর্দ্ধতন কর্মকর্তা।

আলমডাঙ্গায় দুই গাঁজা ব্যবসায়ীর ৬ মাসের কারাদণ্ড

আলমডাঙ্গায় গাঁজা বিক্রয়ের অভিযোগে ২ মাদক ব্যবসায়ীকে ৬ মাসের কারাদণ্ড দিয়েছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। গতকাল সোমবার দুপুর ১২ টার দিকে উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবির এ আদালত পরিচালনা করেন।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামের মৃত ছের আলির ছেলে জুর-আলি ও পাশ্ববর্তী বেলগাছি ইউনিয়নের ডামোশ গ্রামের হবিবার রহমানের ছেলে মিজানুর রহমান লিজু দীর্ঘিদিন যাবৎ গাঁজা বিক্রয় করে আসছিলো।

বর্তমানে চলমান লকডাউনে ঘর বন্দি মানুষের মাঝে এ সকল মাদক প্রশাসনের চোঁখকে ফাঁকি দিয়ে বিক্রয় করে। এরই কারণে এরশাদপুর ও ডামোশ গ্রামের উঠতি বয়সের যুবকেরা মাদকে আসাক্ত হচ্ছে। এ সকল ব্যবসায়ীরা পরিচিত মানুষের মাঝে গাঁজা বিক্রয় করে।
গোপন সংবাদের ভিত্তিতে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ গতকাল সোমবার ভোরে আলমডাঙ্গা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) আলমঙ্গীর কবিরের নির্দেশে এসআই সুফল কুমার সঙ্গীয় ফোর্স মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন। অভিযানে ডামোশ গ্রামের মিজানুর রহমান লিজু ও এরশাদপুর গ্রামের জুর-আলিকে আটক করে। দুই মাদক ব্যবসায়ীদের বাড়ি তল্লাশি করে উভয়ের নিকট থেকে ২৫ গ্রাম গাঁজা উদ্ধার করে।
বিষয়টি উপজেলা সহকারি কমিশনার ভূমি ও এক্সিকিউটিভ ম্যাজিট্রেট হুমায়ন কবিরকে অবগত করা হলে ঘটনাস্থলে পৌঁছে দুই মাদক ব্যবসায়ীকে ৬ মাসের কারাদণ্ড প্রদান করেন।

আলমডাঙ্গায় ট্রাকের ধাক্কায় আলমসাধু চালক নিহত

আলমডাঙ্গায় ট্রাকের ধাক্কায় এক আলমসাধু চালক নিহত হয়েছে। সোমবার সকাল ৬ টার দিকে বন্ডবিল রেলগেট এলাকায় এ ঘটনাটি ঘটে। নিহত যুবক তরিকুল উপজেলার জগন্নাথপুর মাঠপাড়ার জাহের আলীর ছেলে।

জানাগেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার কালিদাসপুর ইউনিয়নের জাহের আলীর ছেলে তরিকুল (২৫)। সে দীর্ঘদিন যাবৎ আলমসাধু গাড়ি চালায়। গতকাল সোমবার সকালে আলমসাধু নিয়ে বাড়ি থেকে চুয়াডাঙ্গায় যাচ্ছিলো।

পৌর এলাকার বন্ডবিল রেলগেট এলাকায় পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে দ্রুত গতির ট্রাক মুখোমুখি সংঘর্ষ হয়। এ কারণে নিহত যুবক তরিকুল আলমসাধু গাড়ির নিচে পড়ে ঘটনাস্থলে মারা যায়।

বন্ডবিল এলাকার লোকজন ট্রাকটি ধাওয়া করলে গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় ড্রাইভার। এ খবর পেয়ে সকালে আলমডাঙ্গা থানা পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌছে নিহত যুবক তরিকুলের লাশ উদ্ধার করে। সুরতহাল রিপোর্ট শেষে পরিবারের পক্ষ থেকে বাদি না হওয়ায় লাশ পরিবারের নিকট হস্তান্তর করে। এদিকে, তরিকুলের অকাল মৃত্যুর ঘটনাটি এলাকায় ছড়িয়ে পড়লে শোকের ছায়া নামে গ্রামজুড়ে।

পুলিশ ও স্থানীয়রা জানান, সোমবার ভোরে তরিকুল বাড়ি থেকে বের হয়ে চুয়াডাঙ্গার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলো। এ সময় আলমডাঙ্গার বন্ডবিল রেলগেটের সামনে পৌঁছালে বিপরীত দিক থেকে আসা একটি ট্রাক তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ট্রাকের নিচে চাপা পড়ে ঘটনাস্থলেই নিহত হয় তরিকুল।
আলমডাঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আলমঙ্গীর কবির জানান, মরদেহ উদ্ধার করে থানায় রাখা হয়েছে। দুর্ঘটনার পর থেকে ট্রাক চালক পলাতক রয়েছে।